কেআইবি কৃষি পদক নীতিমালা

কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ

কেআইবি কৃষি পদক নীতিমালা

প্রথম অধ্যায়

ক. উদ্দেশ্য

ক.১: কৃষি (ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) উন্নয়নের ধারা সমৃদ্ধ ও বেগবান করার ক্ষেত্রে কৃষি শিক্ষা, গবেষণা, সম্প্রসারণ, উপকরণ সরবরাহ ও সেবা প্রদানে দৃষ্টান্তবহুল অবদান রেখে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করেছেন- এমন সব কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দেয়া ও সম্মানিত করা।

ক.২: কৃষি খাতের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অনন্য ভূমিকা পালনের জন্য আকৃষ্ঠ করা এবং প্রণোদনা ও উৎসাহ প্রদান করা।

খ. বিবরণ

১. পদকের নাম 'কেআইবি পদক'।

২. কৃষি উন্নয়নের ধারা সমৃদ্ধ ও বেগবান করার ক্ষেত্রে নতুন নতুন জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগ এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ এবং উপকরণ সরবরাহ ও সেবা প্রদানে দৃষ্টান্তবহুল অবদান রেখে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করেছেন- এমন সব কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দেয়া ও সম্মানিত করা এবং সেই সাথে কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে কৃষি উন্নয়নে অনন্য ভূমিকা পালনে আকৃষ্ট ও উৎসাহিত করার জন্য এই পদক প্রদান করা হবে।

৩. কৃষি বলতে ফসল উৎপাদন, শাক-সব্জী ও ফলমূল চাষ, দুগ্ধ খামার স্থাপন, গবাদী প্রাণি ও হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্য চাষ, পরিবেশ বান্ধব কৃষি এবং কৃষি পণ্যের মূল্য সংযোজন ও বাজারজাতকরণ বিষয়ক কর্মকান্ডকে বুঝাবে।

৪. পদক প্রদানের জন্য নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিকে বিবেচনায় নেয়া হবে:

ক. কৃষি শিক্ষা
খ. কৃষি গবেষণা
গ. কৃষি সম্প্রসারণ
ঘ. কৃষি উন্নয়নে নারী
ঙ. খামার স্থাপন (ফসল, মৎস চাষ ও প্রাণি সম্পদ বিষয়ক)
চ. পরিবেশ বান্ধব কৃষি

ছ. কৃষি উপকরণ সরবরাহ ও সেবা
জ. প্রকাশনা ও প্রচারের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়নে জনসচেতনতা বৃদ্ধি
ঝ. কৃষি প্রকৌশল বিষয়ক উদ্ভাবন
ঞ. কৃষি বানিজ্য
ট. কৃষি ভিত্তিক সংগঠন

৫. কেআইবি পদক প্রদানের শাখাসমূহ হবে নিম্নরূপ:
ক. সেরা প্রতিষ্ঠান (শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ)
খ. সেরা কৃষি ব্যক্তিত্ব (শিক্ষাবিদ, গবেষক, সম্প্রসারণবিদ ও সংগঠক হিসাবে জীবনব্যাপি অবদান)
গ. বর্ষসেরা কৃষিবিদ (সম্প্রসারণবিদ ও সংগঠক হিসাবে জীবনব্যাপি অবদান)
ঘ. উদ্ভাবক কৃষক/সফল কৃষক
ঙ. কৃষি উদ্যোক্তা (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান)
চ. কৃষি উন্নয়নে নারী
ছ. কৃষি প্রকাশনা ও সম্প্রচার (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান)

৬. প্রতিটি শাখায় প্রতি বছর একটি করে পদক দেয়া হবে। কোন শাখায় যোগ্য ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান পাওয়া না গেলে ঐ বছর সে শাখায় কাউকে পদক দেওয়া হবে না।

৭. পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অর্থ, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক প্রদান করা হবে।

৮. প্রতিটি পদকের মূল্যমান হবে;
৮.১) শাখা-ক ও শাখা-খ এর ক্ষেত্রে প্রতিটি ১০০০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা।
৮.২) অন্য ৫টি শাখার ক্ষেত্রে প্রতিটি ৫০০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা।

৯. সম্মাননাপত্রে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ এর পক্ষে সভাপতি ও মহাসচিব-এর স্বাক্ষর থাকবে।

১০. কেবলমাত্র সেরা কৃষি ব্যক্তিত্ব (শিক্ষাবিদ, গবেষক, সম্প্রসারণবিদ ও প্রতিষ্ঠান সংগঠক হিসাবে জীবনব্যাপি অবদান) শাখায় জীবিত ও মরণোত্তর পদক প্রদান করা যাবে।

১১. শাখা-খ ব্যাতিত প্রতিটি শাখায় প্রতি খ্রিষ্টাব্দ বছরে পূর্ববর্তী বছরের অবদান বিবেচনায় এ পদক দেওয়া হবে এবং শাখা-খ এর ক্ষেত্রে জীবনব্যাপী অবদান বিবেচনায় নেয়া হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যোগ্যতা

১. শুধুমাত্র বাংলাদেশের নাগরিক এই পদকের যোগ্য বিবেচিত হবেন।

২. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার চেতনা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান এই পদক পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

৩. পদকের জন্য কোন ব্যক্তিগত আবেদনপত্র গ্রাহ্য হবে না।

৪. এই পদক কৃষি সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে একই ধরনের অবদানের জন্য একবারই প্রদান করা যাবে।

৫. কেআইবি কৃষি পদক কমিটির সদস্যগণের কেউই দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় এই পদকের জন্য বিবেচিত হবেন না।

তৃতীয় অধ্যায়

কমিটি

১. কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভার সিদ্ধান্তক্রমে প্রতি দুই বছরের জন্য ইনস্টিটিউশনের নিয়মিত সদস্যগণের(জীবন সদস্য ও নবায়নকৃত সদস্যপদ) মধ্য থেকে পাঁচজন এবং দেশের প্রথিতযশা দুইজন ব্যক্তির সমন্বয়ে ৭ সদস্য বিশিষ্ট কেআইবি কৃষি পদক জুরি বোর্ড গঠিত হবে। এই ৭ জনের মধ্যে ১ জন সভাপতি ও ১ জন সদস্যসচিব থাকবেন, বাকি ৫ জন কমিটির সদস্য হিসাবে গণ্য হবে।

২. কেআইবি'র যেকোন জীবন সদস্য বা সাধারণ সদস্য এই নীতিমালার আওতায় প্রণীত মনোনয়ন ফরম পূরণ করে যেকোন একটি শাখায় পদকের জন্য কোন যোগ্য প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির অনুকূলে মনোনয়ন প্রস্তাব করতে পারবেন।

৩. প্রস্তাবকগণ তাদের প্রস্তাব সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখবেন।